যুগান্তর

তারিখ 15 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

# মাধ্যমিকের বই বেসরকারিভাবে ছাপার দাবি : আপত্তি এনসিটিবি'র

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পরিবর্তে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপার দাবি করেছেন প্রকাশকরা। বুধবার প্রকাশক সমিতির নেতারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সভায় সরকারের কাছে এ দাবি উত্থাপন করেন। তবে এনসিটিবিসহ সংশ্লিষ্টরা এতে আপত্তি করেছে। এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নজিরউদ্দিন বলেন, এতে সাধারণ মানুষ এবং সরকারের জিম্মি হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। এনসিটিবি মনে করছে, আগের নিয়মেই সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনাতেই বই ছাপা ও বিপণন হতে পারে। কেননা, এনসিটিবি'র বই ছাপা কার্যক্রম সরকারের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

বর্তমান নিয়মে এনসিটিবি মাধ্যমিক স্তরের গোটা বই ছাপার কাজ করে থাকে। সরকারি

বই : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

## বই : মাধ্যমিকের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অর্থায়নে ছাপানো এ বই এনসিটিবি অফারের মাধ্যমে প্রকাশকদের কাজ দিয়ে থাকে। তবে এর মধ্যে বেসরকারি প্রকাশকদের সঙ্গে এনসিটিবি ৭৮টি বই ভাগাভাগি করে ছাপিয়ে থাকে।

এনসিটিবি যেসব বই ছাপে তার কাগজ সরবরাহ করে নিজেই। সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই ছাপানোর কার্যাদেশ দেয়া হয়। এর ফলে 'যত আগে কাজ সম্পন্ন করবে, তত আগে বিল পাবে'— এ নীতিতে বই ছাপানো হয়ে থাকে। এতে একদিকে বই যেমন দ্রুত ছাপা হয়, অন্যদিকে বাজারে বইয়ের কৃত্রিম কোন সংকট সৃষ্টি বা একচেটিয়াভাবে বই ছাপিয়ে অধিক মুনাফা লাভের আশংকা কম থাকে।

কিন্তু প্রকাশকরা এনসিটিবির সঙ্গে ভাগাভাগি করে বই ছাপতে নারাজ। তারা চায় সব বই নিজেরা ছাপতে। এ দাবির বিষয়ে বুধবার শিক্ষা সচিবের সঙ্গে প্রকাশকরা বৈঠকে বসেন। বৈঠক সূত্র জানায়, প্রকাশকরা এবারের জন্য কমপক্ষে একটি বই পুরোপুরি বেসরকারি প্রকাশকদের হাতে ছেড়ে দেয়ার দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু এনসিটিবিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এতে আপত্তি তোলে। এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. নজিরউদ্দিনের আশংকা, এতে সরকারের এবং জনগণের জিম্মি হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। আর এতে সরকারের রক্ষাকবচ বলতে কিছু থাকবে না। আর এটা একটা কৌশল। এবার একটি বই শতভাগ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আগামী বছর আরেকটি বই চাইবে। এভাবে একসময় সব বই বেসরকারিভাবে ছাপানোর দাবি উঠবে।

জানা গেছে, বিষয়টি গতকাল পুরোপুরি সুরাহা হয়নি। প্রকাশকদের দাবি বিবেচনার জন্য অতিরিক্ত সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদারকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গত ১১ নভেম্বর মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপানোর লক্ষ্যে টেন্ডার খোলা হয়েছে। অধ্যাপক নজিরউদ্দিন জানান, বর্তমানে টেন্ডার মূল্যায়ন ও অন্যান্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা চলছে। শিগগিরই ওয়ার্কঅর্ডার দেয়া হবে।

বৈঠক সূত্র জানায়, প্রকাশকরা মূলত বই ছাপার কার্যাদেশকে সামনে রেখেই সরকারের সঙ্গে দর কষাকষিতে বসেছিল।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সচিব মোমতাজুল ইসলাম। এতে অন্যান্যের মধ্যে যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম সচিব হুমায়ুন খালিদ, এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. নজিরউদ্দিন, সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) ফারুক আহমেদ, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ, প্রকাশক সমিতির নেতা আবু তাহের, শাহ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।